ন্যাশনাল ফিল্মস্‌-এর

তাসের ঘর

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :- মঙ্গল চক্রবর্তী

14-6-1957

ন্যাশনাল ফিল্মস্ এর নিবেদন

তাসের ঘর

প্রযোজনা—জি, সি, বর্ম্মণ।

কাহিনী :	সঙ্গীত :	গীতিকার :
রাসবিহারী লাল	হেমন্ত কুমার	কবি বিমল ঘোষ

চরিত্র চিত্রণে :

উত্তম কুমার

সাবিত্রী	...	রবীন
সবিতা	...	জহর
দেবযানী	...	মিহির
চন্দ্রাবতী	...	ডাঃ হরেন
অপর্ণা	...	তরুণ কুমার
বানী	...	শম্ভু
শেফালী	...	মাঃ তিলক

শৈলেন, প্রীতি, শ্রীমানী, প্রেমতোষ, কুমার, সন্তোষ, স্বরূপ, অনিল
গিরিজা, দুলাল, মথুরা, নকুল, প্রদ্যোৎ, গাঙ্গুরাম, ৺দেবেন।

নৃত্যে

রোশন কুমারী (বম্বে), পিটার সারটার্ (হাঙ্গেরী)
লিলিয়ান সারটার্ (হাঙ্গেরী)

সংলাপ

মঙ্গল চক্রবর্ত্তী ● রাসবিহারী লাল

কাহিনী

বৈষাম্যের বিষে দুষ্ট বর্ত্তমান সমাজ। একদিকে পরম প্রাচুর্য্য আর অন্যদিকে চরম দারিদ্র্য সমগ্র মানব সমাজকে বিপন্ন করে তুলেছে। এই প্রাচুর্য্যই একদিন অভিশাপ রূপে দেখা দিল অজয়ের জীবনে। তার মনের শান্তি, বাঁচার আশা ও আনন্দ লোপ হয়ে গেছে। উদয়াস্ত যান্ত্রিক জীবনের অনুভূতিহীন দাসত্ব তার জীবনকে রিক্ততায় ভরে তুলেছে। বাগদত্তা রেবার আত্মনিবেদন, পিসিমার স্নেহ এবং পিতৃসম্পদের বিলাসবৈভবও তার শূণ্যতাকে মেটাতে সমর্থ হয়নি। তাই প্রাচুর্য্যের নাগপাশ থেকে সে চায় মুক্তি।

আর একদিকে ক্রমাগত অসহনীয় দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেও কমার্স গ্রাজুয়েট বিনয় সাধারণ ভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার নিরাপত্তাটুকু যোগাড় করতে পারেনি। দুঃসহ নিঃস্বতার জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে সে আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প। প্রাচুর্য্যের তাড়নায় যখন পাগলের মত গাড়ী চালিয়ে চলেছিল অজয়, সেই নিশীথের অন্ধকারে তার চলন্ত গাড়ীর নীচে লাফিয়ে পড়ল বিনয়।

কোন রকম দুর্ঘটনাই ঘটল না, অজয়ের দক্ষতায়। কিন্তু সেই সূত্রে অজয় আর বিনয়ের হল পরিচয়ের সূত্রপাত। কৌতুহলী অজয় অনুতপ্ত বিনয়ের কাছ থেকে জেনে নিল তার অনশনক্লিষ্ট জীবনের কথা। পরিবর্ত্তে স্বীয় প্রাচুর্য্যের রিক্ততায় অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী শোনালো তাকে। বিনয় বলে, সেটা অজয়ের মনোবিলাস।

চ্যালেঞ্জ করল অজয়। "একমাত্র অর্থই জীবনের সব কিছু নয় বিনয় বাবু। আমাদের চেহারা হুবহু এক। আসুন আমরা আমাদের জীবনধারা বিনিময় করি। কল্পনার ব্যবধান এড়িয়ে বাস্তবকে জানবার সুযোগ দিন দেখি কে হারে, কে জেতে"।

অনেক কথা অনেক সর্ত্তের পর রাজী হল বিনয়। দুজনের জীবনের গতি বইল নতুন পথে। এদের জীবন সংগ্রামে কি হল পরিণতি—কি এরা পেল—কে হারল, কে জিতলো—বৈচিত্র্যময় ঘটনা ও অপরূপ মানবিক আবেদনে পুষ্ট "তাসের ঘর' সেই পরিবেশে হৃদয়গ্রাহী চিত্রনাট্যে গড়ে উঠেছে অনবদ্য হয়ে।

—

সঙ্গীত

(১)

নীরবে যত কথা ভেবেছি মনে মনে
তোমারি স্মরণে ওগো জীবনের সাথী।
না বলা কথা গুলি তাইতো ফুল হয়ে
দখিনা বাতাসে রাখে আঁচল পাতি॥

আমার গান যত রচিলে তুমি,
আবেশে ভরে দিলে স্বপনভূমি;
মাধবী সাথে মোর মুকুল জাগে
অধরা ফাগুনের পরশ লাগে,
সুরের সুরভিতে চপল হওয়া
সহসা অধীর হ'ল পুলকে মাতি॥

আজ কোন কথা নয় আজ শুধু গান
মনের গহনে রেখো যত অভিমান,
আজ শুধু গুণ গুণ গুঞ্জরণে
গানের মাধুরী এসো রচি দু'জনে;
কাননে কুহু ডাকা ফাগুন সমীরে
ভেঙ্গোনা ভেঙ্গোনা প্রিয় এ মধুরাতি॥

(২)

আমার গানে সুর ছিল
আমার বনে ফুল ছিল
রঙিন মনের স্বপন দোলায় সোনার তরী দুলছিল॥
শুনতে পেলাম সুদূরে
বাজল বাঁশি মধুরে
তেপান্তরের পার থেকে ঐ আমারে কে ডাক দিল॥
কেগো পথিক ফাগুন বেলায়
ডাক দিলে মোর নাম ধরে;
মন বলে আজ তোমার তরেই
গান সেধেছি প্রাণ ভরে;
কাজ ভোলান গান গাওয়া,
অলস মনে পথ চাওয়া,
কেমন করে জানলে তুমি আমার বনেই ফুল ছিল॥

সঙ্গীত

(৩)

শূন্যে ডানা মেলে পাখীরা উড়ে গেলে
নিঝুম চরাচরে তোমারে খুঁজে মরি ।
আকাশে বেদনায় সে তারে সন্ধ্যায়
গোধুলি ঝঙ্কারে তোমারই গান করি ॥
অকুল ভাবনাতে রাত্রি নেমে আসে
নদীর কাল জলে তোমারই স্মৃতি ভাসে,
জোনাকী ঝাঁকে ঝাঁকে মনের ফাঁকে ফাঁকে
তোমারই স্মৃতিকণা জ্বালাতে ভালবাসে ।
শূন্যে ডানা মেলে পাখীরা উড়ে গেলে
নিঝুম চরাচরে তোমারে খুঁজে মরি ॥

অচেনা কেন এলে জীবন পথে মোর
বিরহ বরিষণে কাঁদাতে নিশিভোর,
যেখানে চাঁদ ওঠে ভুলের কুয়াসায়
যেখানে বারি ঝরে শাওন বরিষায়
যেখানে শশীকলা জানেনা ছলাকলা
নীরবে ক্ষয়ে ক্ষয়ে তিমিরে ডুবে যায়
শূন্যে ডানা মেলে পাখীরা উড়ে গেলে
নিঝুম চরাচরে তোমারে খুঁজে মরি ॥
আকাশে বেদনায় সেতারে সন্ধ্যায়
গোধুলি ঝঙ্কারে তোমারই গান করি ।
শূন্যে ডানা মেলে পাখীরা উড়ে গেলে
নিঝুম চরাচরে তোমারে খুঁজে মরি ॥

(৪)

(আমি) জ্বালিনু মিছে দীপ সারাটি নিশি জেগে
নিভিল শিখা তার ঝড়ের হাওয়া লেগে
কাজল মেঘ মায়া ঘনাল দিকে দিকে
অশ্রু ঝরা গীতি বিফলে গেছি লিখে
কত যে দুরাশা সোনালী রেখা তার
কত যে ছায়াছবি আঁধারে গেল ঢেকে ॥
বাতাসে কেঁদে মরে আশার আশাবরী
সুরের সমাধীতে মুকুল পড়ে ঝরি
মরমে কত কথা কত যে আকুলতা
বিজলী শিখা সম জ্বলিছে মেঘে মেঘে
জ্বালিনু মিছে দ্বীপ সারাটি নিশি……

কলাকুশলী বৃন্দ

চলচ্চিত্রায়ণে
সুহৃদ ঘোষ

শব্দানুলেখনে
শিশির চ্যাটার্জ্জি

চিত্র সম্পাদনায়
বিশ্বনাথ নায়ক
সহযোগী
দেবীদাস গাঙ্গুলী

শিল্প-নির্দ্দেশে
বটু সেন

কর্ম্ম সচিব
সোমেন বন্দ্যোঃ (মামা)

উপদেষ্টা
সত্যেন ঘোষাল

রূপ সজ্জায়
শৈলেন গাঙ্গুলী

সাজ সজ্জায়
দাশুরথী দাস

যন্ত্র সঙ্গীতে
ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

চিত্র পরিস্ফুটনে
ফিল্ম সার্ভিস্

নেপথ্য কণ্ঠদানে

হেমন্ত কুমার, প্রতিমা ব্যানার্জি, আলপনা ব্যানার্জি, রবীন মজুমদার।

সহকারী কলাকুশলীবৃন্দ

পরিচালনায়
সুশীল ঘোষ
শ্যামল চ্যাটার্জি

চলচ্চিত্রায়ণে
সুকুমার সাঁ
দশরথ বিশ্বাস

শব্দানুলেখনে
জগৎ দাস
সিদ্ধি নাগ

শিল্প নির্দ্দেশে
সূর্য্য চ্যাটার্জি

সঙ্গীতে
অমল মুখার্জি

রূপ সজ্জায়
নিতাই সরকার

সম্পাদনায়
অনিল নন্দন
প্রভাত ব্যানার্জি

ব্যবস্থাপনায়
কেশব গুপ্ত
নিতাই মজুমদার
গুঞ্জবীর গুরুং

প্রচারে
পরিতোষ দে

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

পরিবেশক

বিশ্বভারতী পিক্‌চার্স

"হে চিরকালের মানুষ-হে সকল মানুষের মানুষ—
—পরিত্রাণ করো
ভেদ চিহ্নের তিলক পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।"

—রবীন্দ্র নাথ—

পুরুষোত্তমের এই বাণী বহন করে প্রস্তুতি চলেছে
ন্যাশনাল ফিল্মস্ এর পরবর্ত্তী আকর্ষণ

"পঙ্কতিলক"

শ্রেষ্ঠাংশে

উত্তম কুমার।

কাহিনী ঃ
রাসবিহারী লাল

সঙ্গীত ঃ
হেমন্ত কুমার

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ

মঙ্গল চক্রবর্ত্তী।

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত